



হারামো শিশুর

এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পাধীন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের মানবাধিক নিউজলেটার বর্ষ : ৩, সংখ্যা : ১, জানুয়ারি-জুন ২০১৮



সম্পাদকীয়

দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস মেদারল্যান্ডস এর সহযোগিতায় উদ্বীপন এর নেতৃত্বে তিনটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম ‘এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তিনি বছর মেয়াদী উক্ত প্রকল্প শুরু হয়েছে জানুয়ারি ২০১৬ সালে এবং সমাপ্তি ঘটবে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অর্থাৎ প্রকল্পটির আয়ুকাল রয়েছে আর মাত্র ৬ মাস। প্রকল্পের তৃতীয় বছরের প্রথম ছয় মাসের (জানুয়ারি - জুন ২০১৮) বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে এই সংখ্যার নিউজলেটারটিতে। কনসোর্টিয়ামভূক্ত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে উদ্বীপন ও ভার্ক নিজ নিজ কর্ম এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে অন্যদিকে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) জাতীয় পর্যায়ে মূলত এ্যাডভোকেসী ও লবিং করছে। বলা বাধ্য, প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই শিশুগ্রাম নিরসনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে প্রথম থেকেই।

আমরা আশা করি, সম্মানিত পাঠক ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনবৃন্দ যারা নিউজলেটারের এই সংখ্যাটি পাঠ করবেন, তারা প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করবেন। নিউজলেটারের এই সংখ্যাটিতে চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য। তথাপি কোন ভাস্তি সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে প্রত্যাশা করছি।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৭
প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রেস কনফারেন্স
বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)
জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং
বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী শিশুদের
অধিকার রক্ষা ও উন্নয়ন তথা শিশু সুরক্ষায়
সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন
বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের
চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

প্রেস প্রিফিং এর মাধ্যমে ২০১৭ সালের শিশু
অধিকার লংগ্যনের উল্লেখযোগ্য দিক ; হত্যা,
ধর্ষণ, নির্যাতন সহ বেশ কিছু ঘটনার পরিসংখ্যান
এবং বিগত বছরগুলোর সাথে তুলনামূলক



বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা, শিশুদের অধিকার লঙ্ঘন/ নির্যাতন/ যৌন নির্যাতন তথা বাংলাদেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থা নিরপেক্ষে শিশু অধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিবছর তথ্য উপাত্তমূলক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে।

এই প্রেক্ষিতে বিএসএএফ গত ৮ জানুয়ারি ২০১৮, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাগর-রুন অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশের শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৭ প্রতিবেদনের উপর প্রেস প্রিফিং এর আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় মানববিধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে

বিশ্বেষণ করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুল সাহিদ মাহমুদ।

উক্ত প্রেস কনফারেন্সে জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকগণসহ বিভিন্ন এনজিও-আইএনজিও এবং প্রতিবেদন সংঞ্চালন নিউজ টেলিভিশন অধিকারী মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার পরিস্থিতি ২০১৭ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন বিএসএএফ এর প্রেসার্ব অফিসার আজমী আক্তার। উল্লেখ্য যে, গবেষণা প্রতিবেদনটি বিএসএএফ এর ওয়েবসাইট www.bsafchild.net এ পাওয়া যাবে।



১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ২০০২ সাল থেকে ‘১২ জুন’ বিশ্বব্যাপি শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে শিশুশ্রম বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে সভাব্য করণীয় স্থির করা। প্রতি বৎসর ১২ জুন বিশ্বব্যাপি শিশুশ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ নানা শ্রেণীপেশার মানুষ (যেমন: বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সিভিল সোসাইটি, সাধারণ জনগণ, মিডিয়া) সমন্বিতভাবে শিশু শ্রম প্রতিরোধে সমর্পিত উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএএফ দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এর সহায়তায় এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ১২ জুনের পোস্টার ক্যাম্পেইন, পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এবং প্রেস কনফারেন্স এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন করে।

১২ই জুনের পোস্টার ক্যাম্পেইন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ
দিবস ২০১৮ উপলক্ষে
বিএসএএফ একটি বর্ণিল
পোস্টার ছাপায় যাতে এ
বছর দিবসটির বাংলা
প্রতিপাদ্য ‘প্রজন্মের জন্য
নিরাপত্তা ও সুস্থান্ত্র’ এবং
‘শিশুশ্রম নিরসনকলে
সরকারের কাছে আমাদের
প্রত্যাশা’ শীর্ষক ঢটি দাবি
স্থান পায়।

দাবিগুলো হচ্ছে

- ন্যূনতম বয়সসীমা
সংক্রান্ত আইএলও
সনদ ১৩৮
অনুসূচকরকরণ।
- গৃহকর্মীদের উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৮৯
অনুসূচকরকরণ।
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকায় গৃহকর্মে
নিয়োজিত শিশুশ্রমকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

উক্ত পোস্টারটি বিএসএএফের সদস্য সংস্থাসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি
সংস্থা দেশব্যাপী বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে
আয়োজিত বিভিন্ন ক্যাম্পেইন কর্মসূচীতে ব্যবহার করে।

শিশু অধিকার বিষয়ক পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে শিশু অধিকার বিষয়ক
পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুন
২০১৮ বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর সদস্য সংস্থা



লিডো এর ‘পিস হোমস’, ঢাকায়। দিনব্যাপী উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে লিডো’র পিস হোমে বসবাসরত ২০টি সুবিধাবণ্ডিত শিশুকে পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন এর ব্যাপারে গ্রিশিঙ্গ প্রদান করেন বিএসএএফ এর প্রোগ্রাম অফিসার হালিমা আজার। ওরিয়েন্টেশন সেশনে শিশু শ্রমের কুফল, শিশুশ্রম থেকে পরিত্রাগের উপায়, শিশু আইন, শিশু অধিকার ও সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচী শেষে অংশগ্রহণকারী শিশুরা শিশু অধিকার এবং সুরক্ষার ব্যাপারে তাদের প্রত্যাশা ও অভিমত পোস্টকার্ডে ব্যক্ত করে যা পরবর্তীতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২জন প্রতিমন্ত্রী ও ২জন সচিবের নিকট প্রেরণ করা হয়।

শিশুশ্রম পরিস্থিতি: শিশুশ্রম নিরসনে করণীয় শীর্ষক প্রেস কনফারেন্স

বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে দাতা সংস্থা টেরে ডেস হোমস নেদারল্যান্ডস এবং গ্রোবাল মার্চ অ্যাগেইন্সট চাইল্ড লেবার এর আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ‘বাংলাদেশের সামগ্রিক শিশুশ্রম পরিস্থিতি এবং শিশুশ্রম নিরসনে করণীয়’ শীর্ষক বক্তব্য মিডিয়ার মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে ১১ জুন ২০১৮, সোমবার, সকাল ১১:০০ মিনিটে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাগর-রুনি অডিটোরিয়ামে।



উক্ত প্রেস কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক এবং সভার সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী।

সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফের পরিচালক আবদুহ সহিদ মাহমুদ গণমাধ্যমের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান শিশুশ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কিত একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন। যেখানে তিনি বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিরসনে বিদ্যমান আইন এবং শিশুশ্রম নিরসনে কর্মীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, “বর্তমান বাস্তবতায় অনেক সময় বাধ্য হয়ে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুরা শ্রমে নিযুক্ত হচ্ছে। কেননা অনেক শিশুর উপরই তার পরিবার নির্ভরশীল। হয়তো শিশুটির বাবা মারা গেছে কিংবা বাবা-মায়ের ছাড়াচাড়ি হয়ে গেছে। মা অসুস্থ, ছেট ভাই-বোন রয়েছে। তখন বাধ্য হয়েই শিশুটির উপর পুরো পরিবারের দায়িত্ব চাপে। সেখানে কি কোন আইন খাটে? এই পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বিচারপতি ইমান আলী একটি নির্দেশনা দেন যে শর্তসাপেক্ষে ১২-১৪ বছরের শিশুরা ‘হালকা কাজ’ করতে পারবে। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এই হালকা কাজের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। এটি অবশ্যই দুঃখজনক”।

বিএসএফের চেয়ারপারসন মো. এমরানুল হক চৌধুরী বলেন, “মন্ত্রণালয় গুলোকে শিশু বাজেটে ব্যয়ের ব্যাপারে একটি যথাযথ পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। তা নাহলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবেনা এবং শিশুদের উন্নয়নের যাবতীয় প্রচেষ্টার কোন অংগুতি হবেনা”।

উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন ও সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) টেরে ডেস হোমস নেদোরল্যান্ডস এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত এন্ডিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি জেলার ১৫টি উপজেলায় জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই কমিটি গুলো মূলত ১৫টি উপজেলায় চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর মাধ্যমে শিশু নির্যাতন নিরসন করা এবং শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারকে সহযোগিতা করবে।

জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৮ এর মধ্যে বিএসএএফ তার সদস্য সংস্থার সহযোগিতায় মেহেরপুর সদর উপজেলায়, রাজশাহীর পৰা উপজেলায় এবং পটুয়াখালী সদর উপজেলায় শিশু কল্যাণ পরিষদে কমিটি গঠন ও প্রথম সভা আয়োজন করে। প্রতিটি কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সভাপতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মাধ্যমে তারা নিজস্ব এলাকার শিশু পরিস্থিতি, সদস্যদের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে এবং আগামী ৩ মাসে কে কি কাজ করবেন তা আলোচনা করেন। সভায় এলাকার সার্বিক শিশু পরিস্থিতি সহ কিভাবে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান করা যায় এই বিষয়গুলো আলোচনা করার পাশাপাশি শিশু সুরক্ষা বিষয়ে শিশুদের অভিভাবকদের সচেতন করার বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

শিশু অধিকার পরিস্থিতির ২০১৮ (জানুয়ারি - জুন)

২০১৮ সালের প্রথম ৬ মাসে উল্লেখযোগ্য শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো হলো হত্যা, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু যেমনঃ পানিতে

শিশু নির্যাতনের ধরণ	জানুয়ারি - মার্চ ২০১৮	এপ্রিল- জুন ২০১৮	মোট: জানুয়ারি - জুন (২০ জুন পর্যন্ত)
ধর্ষণ	১৭১	১৪১	৩১২
হত্যা	১০৬	৯৭	২০৩
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	১৭৬	১৬৪	৩৪০
পানিতে ভুবে নিহত	৫৭	১৫৭	২১৪
আত্মহত্যা	৮৭	৭৩	১৬০
নির্বাচোঁজ	৭৩	৫৫	১২৮
নির্বাচোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া	২৮	২৯	৫৭
অপহরণ	৫৩	২৬	৭৯
অপহরণের পর উদ্ধার	২৬	৩৩	৫৯
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	৫২	১৫	৬৭
নির্মম পিতা-মাতার হাতে নিহত	১২	১৩	২৫

ভুবে এবং সড়ক দুর্ঘটনায় নির্বাচোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া, বাবা মায়ের হাতে নিহত হওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন।

২০১৮ সালের প্রথম ৬ মাসে শিশু ধর্ষণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এই সময়কালে ৩১২টি শিশু ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে ৪৯টি শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং ১০টি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে ১৩-১৪ বছরের শিশুরা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

২০১৮ সালে প্রথম ৬ মাসে ১৬০টি শিশু আত্মহত্যা করেছে। যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। আত্মহত্যার কারণগুলো ছিল মূলতঃ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, কোন নির্দিষ্ট কিছু কিনতে চেয়ে না পাওয়া এবং বাবা মায়ের সাথে তুচ্ছ কারণে অভিমান করা।

২০১৮ সালের প্রথম ৬ মাসে ২০৩টি শিশু হত্যা করা হয়েছে, ৭৯টি শিশু অপহরণ করা হয়েছে এবং ১২৮ টি শিশু নির্বাচোঁজ হয়েছে। যার মধ্যে ৫৭ টি শিশুকে নির্বাচোঁজ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং ২৫টি শিশু বাবা-মায়ের হাতে হত্যার শিকার হয়েছে। অপহরণ হওয়া শিশুদের মধ্যে ৫৯টি শিশুকে অপহরণের পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা জীবিত উদ্ধার করা গিয়েছে।

জানুয়ারি থেকে জুন এই সময়কালে সড়ক দুর্ঘটনায় এবং পানিতে ভুবে যথাক্রমে ৩৪০ এবং ২১৪ টি শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়াও ৬৭টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি/নির্যাতনের শিকার হয়েছে।



ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েচনস ফর প্রোগ্রামড এ্যাকশনস (উদ্বীপন)

উদ্বীপন টিভিইটি সেন্টার

ভর্তি প্রচারণা ৪ ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ৭ম ব্যাচে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস এবং লেদার ট্রেডে ৮ম ব্যাচের ভর্তি প্রচারণা চালানো হয়। জানুয়ারি ২০১৮ এ ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন ৭ম ব্যাচে প্রতি ট্রেডে ২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় এবং এপ্রিল ২০১৮ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও লেদার ট্রেডের ৮ম ব্যাচে ২০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তারা চলমান শিক্ষার্থী।



শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পরীক্ষা ৪ গত ১৭-১৯ মার্চ ২০১৮ পাঁচটি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দুইটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। আবারও অগামী ২৪-২৬ জুন ২০১৮ পাঁচটি ট্রেডের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ওয়েল্ডিং এন্ড ফেব্রিকেশন ট্রেড তিনটির চূড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং গার্মেন্টস ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেড দুইটির ত্রৈমাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।



স্টেকহোল্ডার মিটিং ৪ ১৫ মার্চ ২০১৮ উদ্বীপন টিভেট সেন্টারে উদ্বীপন টিভেট প্রধান ড. এস এম শহীদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি মতবিনিয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গাজী ওয়্যারস লিঃ এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম জান-ই-আলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন পাড়া মহল্লা কমিটির নেতৃবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধি, ধর্মীয় নেতা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

স্টেক হোল্ডার মিটিংয়ের উদ্দেশ্যসমূহ :

- সমাজের স্থানীয় গণ্যমান্য প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- সমাজের স্থানীয় গণ্যমান্য প্রতিনিধিদের নিকট টিভেট কার্যক্রমের জবাবদিহিতা তুলে ধরা; এবং
- পারস্পরিক সহযোগিতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচির উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ সেবায় জনঅংশগ্রহণ ঘটানো।

সভার শুরুতেই উদ্বীপন টিভেট প্রধান কার্যক্রমের কিছু চিত্র তুলে ধরেন :

এই পর্যন্ত ৩৯১ জন শিক্ষার্থী গ্রাজুয়েটেড হয়েছে, তন্মধ্যে ৩৫৬ জন শিক্ষার্থী চাকুরী করছে, ২৩ জন শিক্ষার্থী নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসা করছে, ৫ জন শিক্ষার্থী উদ্বীপন থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করছে। সর্বমোট ৩৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে। উদ্বীপন টিভেটে প্রশিক্ষণ





পেয়ে এ সকল দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের ৯৮% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে খার ফলে তাদের আর্থিক স্থচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে।

এক্সপোজার ভিজিট ৪ : উদ্দীপন টিভেট সেন্টার, চট্টগ্রাম এর অধ্যক্ষ, কমিউনিটি মোবিলাইজার, প্রশিক্ষকগণ এবং একাউন্টস এন্ড এডমিন অফিসারসহ সকলে ২৫ মার্চ দিনব্যাপী খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং খাগড়াছড়ি আনন্দ ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শন করেন।

প্রতিষ্ঠিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ট্রেইনিং প্রতিক প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণপূর্বক তাদের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভালো দিকগুলো উদ্দীপন টিভেট সেন্টারে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা এবং কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরস্পরকে সমৃদ্ধ করা ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এই এক্সপোজার ভিজিটের উদ্দেশ্য ছিল।



শিক্ষার্থীদের বিনোদন এবং ক্লাস পার্টি ৪ : শিক্ষার্থীদের বিনোদনের ও আনন্দময় শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উদ্দীপন টিভেট সেন্টারের সকলে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন : বর্ষবরণ, ক্লাস পার্টি ইত্যাদি পালন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারেও উদ্দীপন টিভেট সেন্টারের শিক্ষার্থীরা ইংরেজী বর্ষবরণ ২০১৮ উপলক্ষে মনোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।



ইন্টার্নশীপ ও জব প্লেসমেন্ট ৪ : জানুয়ারি ২০১৮ তে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স এবং শুরোল্টি এন্ড ফেন্রিকেশন ট্রেডের ৬০ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩ মাসের ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইন্টার্নশীপ শেষে তাদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হয়। আবার এপ্রিল-২০১৮ তে ইভাস্ট্রিয়াল সুয়িং গার্মেন্টস ও ইভাস্ট্রিয়াল সুইং লেদার ট্রেডের ৩৯ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩ মাসের ইন্টার্নশীপের ব্যবস্থা করা হয়। তারা ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ইন্টার্ন হিসাবে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ শিখছে এবং ১ জুলাই হতে তারা সরাসরি স্ব স্ব কর্মসূলে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে (উল্লেখ্য যে, আমাদের শিক্ষার্থীগণ ইন্টার্নশীপ কালীনই সরাসরি এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগ পেয়ে যান।



ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভাৰ্ক)



সুবিধাবৃত্তি, শ্রমে ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে বনভোজনের আয়োজন

এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় সাভার কর্ম এলাকার মজিদপুর ও ডগরমোরা সেন্টারের ১৪০ জন শুবিধাবৃত্তি, শ্রমে ও গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে চাপাইন বাগান বাড়িতে গত তৃতীয় মার্চ ২০১৮ তারিখে এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির উদ্যোগে এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সভাপতি রোকেয়া হক ও সদস্যবৃন্দ, এলাকার অঞ্চলিক শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ভার্কের এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের এবং যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ সেকশনের কর্মকর্তা বৃন্দ। বিকালে শিশুদের মাঝে পুরুষার বিতরণ ও স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ সাংকৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মসূচীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সাভার এলাকার জন প্রতিনিধিদের সাথে ভাৰ্কের সংলাপ

গত ১৩ মে '১৮ তে তেতুলবোড়া, ২ জুন '১৮ পাথালিয়া, ৫ জুন '১৮ ধামসোনা ইউনিয়ন পরিষদের সভা কক্ষে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে ভাৰ্কের শিশুশূম নিরসন কর্মসূচীর সংলাপে অনুষ্ঠিত হয়। স্ব স্ব পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়র সংলাপের সভাপতিত করেন। সংলাপে উপস্থিত ছিলেন (২২ জন তেতুলবোড়ায়, ১৯ জন পাথালিয়ায়, ২৩ জন ধামসোনায়) ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও মহিলা মেম্বারবৃন্দ, এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, এলাকার অঞ্চলিক শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৰ্গ। সংলাপের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য এবং শিশুদের সামাজিক সুরক্ষা বলয় সৃষ্টি বিষয়ে ধারণাপত্র তুলে ধরেন ভাৰ্কের এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির ব্যবস্থাপক বাবুল মোড়ুল। তিনি সংলাপের মুক্ত আলোচনাও পরিচালনা করেন। মুক্ত

আলোচনায় ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ ও মহিলা মেম্বারবৃন্দ, এলাকার শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ, এলাকার অঞ্চলিক শিশু পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবৰ্গ অংশগ্রহণ করেন। শিশু সুরক্ষা বিষয়ে যা কিছু করণীয় তা জনপ্রতিনিধিগণ ও পারিবারিক বিরোধ নিরসন নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটি মিলে ভাৰ্কের সাথে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে বলে সম্মত হয়। শিশুদের জন্য সামাজিক বলয় তৈরী করা সরকার ও প্রতিটি সামাজিক সংগঠনের দায়িত্ব। তাই আমাদের শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও শিশুদের সুরক্ষায় সকলে মিলেমিশে কাজ করা প্রয়োজন। স্ব স্ব পরিষদের চেয়ারম্যান শিশুশূম নিরসনে কাজ করার জন্য ভাৰ্ক ও দাতা সংস্থা টিডিএইচ-মেডারল্যান্ডসকে ধন্যবাদ জানান।

শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোৱামের সভা

গত ১৮ মার্চ '১৮ তারিখে সাভার প্রেস ক্লাবের সভাকক্ষে উপজেলা শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোৱামের ষাণ্মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কমিটির কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা, শিশু



নির্যাতন প্রতিরোধে করণীয় এবং শিশু সাংবাদিক তৈরীর বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপজেলা শিশু অধিকার সাংবাদিক ফোৱামের সদস্যবৃন্দ এবং এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ২৭ মার্চ '১৮ তারিখে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাভার এলাকার ১১টি স্কুলের মোট ১২ জন শিক্ষক এবং এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ২৩ মে '১৮ তারিখে ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ট্রেড ইউনিয়ন ও মালিকদের মোট ১৫ জন এবং এসিৎ চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



মালিকদের সাথে ঘান্যাসিক সভা

২০টি এনএফপিই সেন্টারের শিশুদের মালিক ও অভিভাবকদের (মোট ২২৬ জন) সাথে এপ্রিল ২০১৮ মাসে ১০টি ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্কুলের বর্তমান অবস্থা, অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা, মাসিক মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং শিশুর প্রতি শাস্তি, নির্যাতন ও বৈষম্য এবং শিশু অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সাভার উপজেলা ও এলাকা ভিত্তিক অঞ্চলীয় শিশু পরিষদের শিশু অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, জীবন দক্ষতা ও মনো সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক সভা



গত ১৪ মার্চ '১৮ তারিখে ভার্কের প্রধান কার্যালয়ে সাভার উপজেলা অঞ্চলীয় শিশু পরিষদের ঘান্যাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, সাভার উপজেলা অঞ্চলীয় শিশু পরিষদ কমিটির অধীনে এলাকাভিত্তিক ১০টি অঞ্চলীয় শিশু পরিষদ কমিটি রয়েছে। এলাকা ভিত্তিক এই অঞ্চলীয় শিশু পরিষদের সদস্যদের জন্য শিশু অধিকার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন, জীবন দক্ষতা ও মনো সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হয়। এই ওরিয়েন্টেশন এবং ত্রৈমাসিক সভা ১২ মে থেকে ২৩ মে এর মধ্যে ১০টি এলাকার অঞ্চলীয় শিশু পরিষদের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে সহায়ক ছিলেন মো. জামাল হোসেন কুলীন, সহকারী পরিচালক, এসিৎ চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ, এসিৎ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, ভার্ক।

প্রাক-শৈশব বিকাশ ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

গত ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ প্রাক-শৈশব বিকাশ ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ ভার্কের প্রধান কার্যালয়, সাভারে অনুষ্ঠিত হয়। এই মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন ভার্কের এসিৎ চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ কর্মসূচির ইসিডি ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ৪০ জন শিক্ষক ও ৩ জন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার। প্রশিক্ষণের মূল বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল - শিশু ও শিশুর ধরণ ও বৈশিষ্ট্য, প্রারম্ভিক বিকাশ ও প্রয়োজনীয়তা, শিশুরা কথন ও কিভাবে এবং কি কি শিখে, শিশুদের শিক্ষা উপযোগী পরিবেশ, শিশু বিকাশের ক্ষেত্র ও বহু বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ও গুণাবলী, ক্লাস ডেকোরেশন, জাতীয় সংগীত ও শপথ পাঠ, জীবন দক্ষতা ও এর উপাদানসমূহ, আনন্দঘন পরিবেশে ক্লাসে পাঠদান ও এর গুরুত্ব, অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল প্রভৃতি। প্রশিক্ষণ সহায়ক হিসেবে ছিলেন মো. জামাল হোসেন কুলীন, সহকারী পরিচালক, এসিৎ চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ, ভার্ক এবং সুভাস চন্দ্র সাহা, পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ সেকশন, ভার্ক।

সাভার উপজেলা এবং এলাকা ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির ঘান্যাসিক সভা এবং শিশু নির্যাতন ও সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

গত ০৬ মার্চ '১৮ তারিখে ভার্কের প্রধান কার্যালয়ে সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির (সিপিএমসি) ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিটিং-এ সভাপতিত করেন সিপিএমসির সভাপতি রোকেয়া হক। উক্ত মিটিং-এ কমিটির সদস্য ও ভার্কের এসিৎ চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, সাভার উপজেলা শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটির অধীনে এলাকাভিত্তিক ১০টি শিশু সুরক্ষা মনিটরিং কমিটি (সিপিএমসি) রয়েছে।



এই এলাকাভিত্তিক সিপএমসিগুলোতেও গত ২৭ ফেব্রুয়ারি '১৮ হতে ১৫ মার্চ '১৮ এর মধ্যে শান্ত্যাসিক সভা এবং শিশু নির্যাতন ও সুরক্ষা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমজীবী শিশুদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান

ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সরিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের জন্য ভোকেশনাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন ট্রেডের ওপর এ বছর (২০১৮) ৭৫ জন শ্রমজীবী শিশুকে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ পর্যন্ত ৪০ জন শিশুর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ও ঝুঁকালীন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ০৭ মে থেকে ১২ মে ২০১৮ পর্যন্ত সাভারের ৫টি এলাকার ভাটপাড়া, ব্যাংকটাউন, ডগরমোড়া, আনন্দপুর, তালবাগ ভার্ক স্কুলের গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে গৃহস্থালী ব্যবস্থাপনা, ব্যক্তিগত ও



ঝুঁকালীন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সহায়ক হিসেবে ছিলেন প্রিয়তা খন্দকার, প্রকল্প সমন্বয়কারী এবং খাদিজা আক্তার, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, ইসিএলপি, ভার্ক।

কলকারখানা পরিদর্শক ও অঞ্চলিক শিশুপরিষদের সাথে সংলাপ

গত ২০ মার্চ '১৮ তারিখে কলকারখানা পরিদর্শক ও অঞ্চলিক শিশুপরিষদের সাথে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংলাপে অঞ্চলিক শিশুপরিষদের উপজেলা কমিটির সদস্য ও কলকারখানা পরিদর্শক সাথী সেক উপস্থিত ছিলেন। কলকারখানাতে কাজ করতে গিয়ে শিশুরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় প্রথমেই সে বিষয়গুলো তুলে ধরে এবং মালিকদের সাথে কাজ করতে গিয়ে সিএলও শিশুরা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়। এরপর কলকারখানা পরিদর্শক, শিশুর বন্ধুর লক্ষ্যে শিশুদের এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। এছাড়াও তিনি একটি হেল্প লাইন নাম্বার দেন, যেখানে শিশুরা ফোন করে কোন মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা জানাতে পারবে।

শিশুরা এখন জীবন গড়ার নতুন পথে, নতুন স্বপ্নে

এভিং চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় সাভারের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে ২০টি এনএফপিই সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। এই ২০টি সেন্টারে মোট ৭০০ জন শিশু ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করছে। এসকল শিশুরা কোন মা কোন কাজের সাথে যুক্ত আছে এবং অধিকাংশ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এই শিশুদের পড়ালেখার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা ও জীবনদক্ষতামূলক এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। শিশুদের জীবন মান উন্নয়ন ও সচেতনতামূলক

বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যার ফলে অভিভাবকগণ সচেতন হচ্ছেন এবং শিশুদের পড়ার প্রতি অগ্রহ বাড়ছে। এর ফলশ্রুতিতে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে ৯৪ জন শিশুকে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করার মাধ্যমে পড়ালেখার মূলধারায় তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া ২০১৭ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২১ জন শিশু সফলতার সাথে পাশ করেছে। এই ২১ জন শিশু এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা করছে। তারা এখন কোন কাজের সাথে যুক্ত নেই। জীবন গড়ার নতুন পথে, নতুন স্বপ্ন এখন তাদের মাঝে।

সম্পাদকীয় পরিষদ

আবদুজ্জ সহিদ মাহমুদ, বিএসএএফ
৬. এস এম শহীদুল্লাহ, উদ্দীপন

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ)

বাড়ি # ৪২/৪৩ (লেভেল # ২), নোড # ২

জনতা কেন্দ্র-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি, রিং রোড, আদাবব, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

ফোন # (পিএবিএঙ্গল) +৮৮-০২-১১৬৪৮৫০, ফ্যাক্স # +৮৮-০২-১১০০১৭

E-mail: bsaf@bdcom.net; info@bsafchild.net Web: www.bsafchild.net

আর্থিক সহযোগিতার

terre des hommes
stops child exploitation

